CALCUTTA UNIVERSITY.

ÇRÍGOPÁLA VASU-MALLIK'S FELLOWSHIP.

1901.

LECTURES

ON

HINDU PHILOSOPHY

(VEDÁNTA)

BY

MAHÁMAHOPÁDHYÁYA

CHANDRAKÁNTA TARKÁLANKÁRA,

LATE

PROFESSOR, CALCUTTA SANSKRIT COLLEGE,

HONOURARY MEMBER,

ASIATIC SOCIETY, &c. &c.

PRINTED BY KUNJA BIHARI DE,

AT THE HARASUNDARA MACHINE PRESS,

98, HARRISON ROAD, CALCTTA.

1901.

All rights reserved.

Copyright Registered undrer Act XX of 1847.

MOHAR... LIBRARY
30 MAR 1976
COOCH BEHAR.
1276

বাবু শ্রীগোপালবসুমল্লিকের

ফেলোসিপের লেক্‌চর।

চতুর্থ বর্ষ।

হিন্দুদর্শন।

(বেদান্ত)

स्तुवन्ति गुर्व्वीमभिधेयसम्पदं
विशुद्धिमुक्तेरपरे विपश्चितः।
इति स्थितायां प्रतिपूरुषं रुचौ
सुदुर्लभाः सर्व्वमनोरमा गिरः॥

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার
প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা ৯৮নং হ্যারিসন রোড হরসুন্দর মেসিন প্রেসে
শ্রীকুঞ্জবিহারী দে দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৯২৩।

কার্ত্তিক।

১৮৪৭ সালের ২০ আইন অনুসারে এই পুস্তকের
কপিরাইট্ রেজিষ্টরী করা হইল।

বিজ্ঞাপন।

বাবু শ্রীগোপালবসুমল্লিকের ফেলোসিপের চতুর্থ বর্ষের লেক্‌চর প্রকাশিত হইল। এ বর্ষে সাতটী লেক্‌চর দেওয়া হইয়াছে। ইহার ছয়টী লেক্‌চর আত্মার বিষয়ে এবং একটী লেক্‌চর অপরাপর বিষয়ে প্রদত্ত হইয়াছে। সময়াভাবে আত্মার বিষয়ে বক্তব্য সম্পূর্ণ করিতে পারিলাম না। ঐ হেতুতেই অপরাপর বিষয়গুলিও সংক্ষেপে বলিতে হইয়াছে। সরল ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। পরন্তু বিষয়ের কাঠিন্য এবং আমার বুদ্ধি দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। ভ্রমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হইলে সুধীগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা শুধিয়া লইবেন। লেক্‌চরের সূচীতে, কতিপয় প্রয়োজনীয় শব্দের সূচীপত্র এবং লেক্‌চরে উল্লিখিত গ্রন্থের ও গ্রন্থকর্ত্তাদের নামের সূচীপত্র প্রদত্ত হইল। আবশ্যক স্থলে সংক্ষিপ্ত শুদ্ধিপত্রও দেওয়া হইল।

কলিকাতা,
১৩০৮ সাল।
আশ্বিন।

বিনীত
শ্রীচন্দ্রকান্ত দেবশর্ম্মা।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১৭	তীক্ষ্ণ	তীক্ষ্ণ
৭	১৭	একাত্মা	এক আত্মা
১০	১	উদেশ্য	উদ্দেশ্য
২৩	৬	ধ্রেনুঃ	ধেনুঃ
৩১	১৫	কৃৎস্নে	কৃৎস্নে
৩১	১৬	শ্রীতু	শ্রোতু
৪৬	২৩	অর্থাৎ	।
৪৯	৩	পদ্য বিন্যস্ত	পদ বিন্যস্ত
৪৯	২২	এইরূপ	এইরূপে
৫৩	১৩	ব্যবহৃত	ব্যবহিত
৫৫	১৩	বিভ্রম	বিভ্রমের
৫৬	২৪	তাহার	তাঁহার
৫৮	১৬	জীব ও	জীবও
৫৯	১৬	অবিদ্যাও	অবিদ্যা ও
৭১	১২	সেই	সেইরূপ
৮০	৬	অজ্ঞান	অজ্ঞানগত
৮০	৬	প্রতিবিম্ব	চিৎপ্রতিবিম্ব
৯২	১৪	চৈতন্যোই	চৈতন্যই
১০৭	১৮	তাদৃশ	এতাদৃশ
১০৯	১৫	লোকস্থ	লোকস্থ
১১৭	৭	পরিহারে	পরিহারের

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩৫	২০	অসন্তব	অসম্ভব
১৪৪	১০	এতদ্বারা	এতদ্দ্বারা
১৬১	২৪	সমযে	সময়ে
১৬৭	৯	রজ্জুগত্যা	বস্তুগত্যা
১৬৮	১২	বুদ্ধ্যাত্মপহিত	বুদ্ধ্যাদ্যুপহিত
১৭০	২২	সুযুপ্তি	সুষুপ্তি
১৮৬	১৩	তথা	যথা

সূচীপত্র।

প্রথম লেক্‌চর।

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
আত্মা এক ও অদ্বিতীয়	১	৩
দেহভেদে আত্মার ভেদ নাই	১	৫
আত্মা এক হইলে সুখাদির ব্যবস্থা হইতে পারে না	১	৮
আত্মভেদবাদীদিগের মত	২	২০
কণাদের মত	২	২৪
নানাত্মবাদী ও একাত্মবাদীর মতের বৈলক্ষণ্য	৫	১২
নানাত্মবাদীদিগের মতে সুখদুঃখাদির ব্যবস্থা হইতে পারে না	৬	১৫
কণাদমতে অব্যবস্থা	৮	৫
সাংখ্যমতে অব্যবস্থা	৮	১৫
প্রধানের প্রবৃত্তির হেতু	৮	২৪
সাংখ্যমতে ব্যবস্থার উপপত্তি ও তাহার খণ্ডন	৯	১১
আত্মভেদবাদীদিগের মতে অদৃষ্ট ব্যবস্থার হেতু হইতে পারে না	১১	৭
অভিসন্ধি ব্যবস্থার হেতু হইতে পারে না	১২	২২
আত্মার প্রদেশভেদ ব্যবস্থার হেতু হইতে পারে না	১৩	১৯
আত্মভেদের প্রমাণ নাই। আত্মার অভেদের প্রমাণ আছে	২২	৭
বেদান্তমতে গুণ ও গুণীর ভেদ নাই	২৩	৩
অন্ত্য বিশেষ আত্মার ভেদক হইতে পারে না	২৩	১৯
বেদান্তমতে আকাশাদির বিভুত্ব নাই	২৫	৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
তার্কিক শিরোমণির মত, কোন অংশে বেদান্তমতের নিকটবর্ত্তী	২৫	১৮
আত্মার প্রদেশভেদ স্বীকার করিলে আত্মভেদ স্বীকার করিতে হয় না	২৫	২৩
নানাত্মবাদে সুখদুঃখাদির ব্যবস্থা হইতে পারে না	২৬	৮
শাস্ত্রবিরুদ্ধ কল্পনা গ্রাহ্য হইতে পারে না	২৬	১৪
এক পদার্থে উপাধিভেদে ব্যবস্থা বৈশেষিকমতসিদ্ধ	২৬	১৬
বৈশেষিক মতেও একাত্মবাদ অঙ্গীকৃত হওয়াই উচিত	২৭	১

দ্বিতীয় লেক্‌চর।

অবচ্ছিন্নবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ	২৮	৭
অবচ্ছিন্নবাদের স্থূল তাৎপর্য্য ও যুক্তি	২৮	১১
অবচ্ছিন্নবাদে নিয়ম্য-নিয়ন্তৃ-ভাব হইতে পারে	৩১	২২
প্রতিবিম্ববাদের স্থূল তাৎপর্য্য	৩৩	১
প্রতিবিম্ববাদ ব্রহ্মসূত্র-বিরুদ্ধ নহে	৩৩	১০
প্রতিবিম্ববাদ ব্রহ্মসূত্র-সম্মত	৩৪	৩
যাহার রূপ নাই, তাহারও প্রতিবিম্ব হয়	৩৫	১৭
নীরূপ দ্রব্যের প্রতিবিম্ব হয় না, এই কল্পনার কোন প্রমাণ নাই	৩৬	২০
দ্রব্য পরিভাষার প্রমাণ নাই	৩৭	১৩
বৈশেষিকমতে দ্রব্যের লক্ষণ	৩৯	১
দ্রব্যলক্ষণের অতিব্যাপ্তি	৩৯	১১
বেদান্তমতে আত্মা দ্রব্য-পদার্থ নহে	৪০	২৪
বৈশেষিকমত শ্রুতি-বিরুদ্ধ	৪১	২
প্রতিধ্বনি শব্দের প্রতিবিম্ব	৪১	১৮
নীরূপ দ্রব্যের প্রতিবিম্ব হয়, ইহার উদাহরণ	৪৪	১৪

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
আগমবিরুদ্ধ-অনুমানের প্রামাণ্য নাই	৪৬	১৯
প্রতিবিম্ব বিম্বের বিপরীতভাবে গৃহীত হয়	৪৭	১৫
বিম্ব ও প্রতিবিম্বের বাস্তবিক ভেদ নাই	৪৭	২৩
প্রতিবিম্ব মিথ্যা নহে	৪৮	১৩
দর্পণগত মুখ-প্রতিবিম্ব,—মুখের প্রতিমুদ্রা নহে	৪৯	৩
মুখের সান্নিধ্যবশত দর্পণে মুখান্তরের উৎপত্তি হয় না	৪৯	১৯
নিমিত্তকারণের বিনাশ কার্য্যবিনাশের হেতু নহে	৫০	২২
যাহার ভ্রম আছে, তাহার তত্ত্বজ্ঞান হয়	৫৬	১২
বিম্ব ও প্রতিবিম্ব অভিন্ন হইলেও প্রতিবিম্বগত দোষ বিম্বগত হয় না	৫৭	১
অবচ্ছিন্নবাদে ঈশ্বরের সর্ব্বান্তর্যামিত্ব হইতে পারে না	৫৭	২০
প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্ব	৫৮	১৬
জীবের তিনটী উপাধি	৫৯	৪
উক্ত উপাধিভেদে এক শরীরে জীবের ভেদ হয় না	৫৯	৮
জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য থাকিলেও জীব সর্ব্বজ্ঞ নহে	৬০	৬

তৃতীয় লেক্‌চর।

মূল প্রকৃতি	৬১	৬
মায়া ও অবিদ্যা	৬১	৮
জীব ও ঈশ্বর	৬১	৯
প্রতিবিম্ববাদের যুক্তি ও অবচ্ছিন্ন বাদের দোষ	৬২	১৬
অবচ্ছিন্নবাদে জীবেশ্বরের সাঙ্কর্য্য	৬৫	৯
অবচ্ছিন্নবাদে সুখ দুঃখাদির অব্যবস্থা	৬৫	১৫
বিশুদ্ধ চৈতন্য	৬৬	২৩
চৈতন্যের চতুর্ব্বিধ ভেদ	৬৭	৫
ঈশ্বর প্রত্যক্ষ নহেন	৬৯	১৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
অধ্যাস স্থলে সামান্যাংশ সত্য বিশেষাংশ মিথ্যা	৭০	৯
চেতন ও অচেতনের বিভাগ	৭১	১৭
আনন্দময় ও বিজ্ঞানময়	৭৩	৮
পরমাত্মার চারি প্রকার অবস্থা	৭৩	২৪
জীবের উপাধি উপরি উপরি কল্পিত	৭৬	২১
জীব ত্রিবিধ	৭৭	১
স্বপ্নাবস্থাতে জীবের দেহ কল্পিত	৭৭	২১
জীব ও ঈশ্বরের ভেদ অজ্ঞান কল্পিত	৭৮	১২
অন্তঃকরণ জীবের বিশেষ অভিব্যক্তি স্থান	৮০	৬
প্রতিবিম্বের সত্যত্বমত	৮১	৪
প্রতিবিম্বের মিথ্যাত্বমত	৮২	২
প্রতিবিম্বদর্শন স্থলে বিম্বের দর্শন হয় এই মতের খণ্ডন	৮৪	৪
একটী আখ্যায়িকা।	৮৮	১৪

চতুর্থ লেক্‌চর।

একজীববাদ ও অনেক জীববাদ	৯১	২
অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়	৯১	১৩
বন্ধমোক্ষব্যবস্থার উপপত্তি	৯৩	১৪
জীবভেদে প্রপঞ্চের ভেদ আছে কি না	৯৭	১৭
একজীববাদ বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মত	১০০	১৬
সবিশেষানেকশরীরৈকজীববাদ	১০০	২৩
অবিশেষানেকশরীরৈকজীববাদ	১০১	৫
জীব এক হইলেও বিভিন্ন দেহে সুখাদির অনুসন্ধান হয় না	১০১	৭
একটী মাত্র দেহ সজীব, অপরাপর দেহ নির্জ্জীব	১০২	১৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
কে একটী মাত্র জীব ?	১০৩	৬
একশরীরৈকজীববাদ	১০৩	২১
একজীববাদে বন্ধমোক্ষের ও গুরুশিষ্যাদির ব্যবস্থা	১০৪	৭
বিভিন্নমতের তাৎপর্য্য	১০৫	১৪
জীব ও ব্রহ্ম এক হইলেও ব্রহ্ম জীবগত দুঃখভাগী হন্ না	১০৫	১৯
অনুজ্ঞা ও পরিহার	১১০	১০
ভেদাভেদবাদ অসঙ্গত	১১১	৩
জন্মমরণাদিব্যবস্থা আত্মভেদের হেতু হইতে পারে না	১১২	৭
ভেদ প্রত্যক্ষ নহে	১১২	২১
ভেদ অনুমেয় হইতে পারে না	১১৩	৮
ভেদপ্রতিপাদন শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে	১১৩	১৬
অভেদ প্রতিপাদন শাস্ত্রের অভিপ্রেত	১১৩	২০
অভেদ স্বাভাবিক, ভেদ ঔপাধিক	১১৫	১৩
দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ	১১৬	৪
সম্যগ্‌দর্শীর অনুজ্ঞা পরিহার নাই	১১৭	৬
বৈদিক কর্ম্মে দেহাতিরিক্ত আত্মদর্শীর অধিকার, সম্যগ্‌দর্শীর অধিকার নহে	১১৭	১৭
সমস্ত বৈদিক কর্ম্মের ফল ইহলোকে হয় না	১১৯	৪

পঞ্চম লেক্‌চর।

জীবাত্মার কর্তৃত্ব আছে কিনা	১২২	১
কর্তৃত্ব কি, এবং কাহাকে কর্ত্তা বলা যায়	১২৩	২
প্রযত্নের আশ্রয় কর্ত্তা এবং এবং কর্ত্তার ধর্ম্ম কর্তৃত্ব	১২৫	১৯
জীবাত্মার কর্তৃত্ব বিষয়ে দার্শনিকদিগের মতভেদের কারণ	১২৬	২
বৈশেষিক মত	১২৬	৪

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
সাংখ্য মত	১২৬	৮
সাংখ্য মতের অনৌচিত্য	১২৭	৭
সাংখ্যমতেও আত্মা ভোক্তা	১৩০	৪
বুদ্ধি কর্ত্রী হইতে পারে না	১৩১	৬
কর্ত্তা অনাদি	১৩৩	১
আত্মা কূটস্থ হইলেও কর্ত্তা হইতে পারে	১৩৪	৪
বুদ্ধির কর্ত্তৃত্বপক্ষে দোষ	১৩৪	১০
আত্মার কর্ত্তৃত্ব পক্ষে ঐ দোষ হয় না	১৩৭	১৭
শৈবদর্শনের মত	১৩৮	৯
আত্মার কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে অনুভব প্রমাণ	১৩৮	১৮
আত্মার কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে বেদবাক্য প্রমাণ	১৩৮	২২
বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে জ্ঞাতৃত্বও বুদ্ধিরই হইতে পারে	১৪০	৩
উপাদান কারণ কর্ত্তা নহে	১৪০	২৪
কর্ত্তৃত্ব চৈতন্যের অব্যভিচারী	১৪১	১৪
জ্ঞাতৃত্বের ন্যায় কর্ত্তৃত্বও পরিণামের হেতু নহে	১৪২	২৩
শৈবাচার্য্যদিগের মতে কর্ত্তৃত্ব	১৪৩	৮
আত্মার শক্তি শরীরাদি ক্রিয়ার হেতু	১৪৩	১৮

ষষ্ঠ লেক্‌চর।

আত্মার কর্ত্তৃত্ববিষয়ে বেদান্ত মত	১৪৫	২
বুদ্ধি কর্ত্রী নহে। ভোক্তাই কর্ত্তা	১৪৫	১৯
যজমান যজ্ঞের কর্ত্তা, ঋত্বিক্ যজ্ঞের কর্ত্তা নহে	১৪৮	৬
আত্মা ভোক্তা	১৪৯	১১
আত্মার নিজের অপ্রিয় ও অহিতকর কার্য্য করিবার হেতু	১৫০	৬
হিতকরভ্রমে অহিতকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান	১৫০	২৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
উপলব্ধিবিষয়ে আত্মা স্বতন্ত্র	১৫১	১৫
সাহায্যগ্রহণে স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় না	১৫২	৮
আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বাভাবিক কি ঔপাধিক	১৫৪	৪
মীমাংসক ও নৈয়ায়িক প্রভৃতির মত	১৫৪	৭
বেদান্ত মত	১৫৪	১৬
আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে, উহা ঔপাধিক	১৫৪	২৩
বোধ্যবিষয় না থাকিলেও আত্মা বোধস্বরূপ হইতে পারে	১৫৫	২২
ক্রিয়াবেশ না থাকিলে আত্মা কর্ত্তা হইতে পারে না	১৫৭	৩
ক্রিয়াশক্তি কর্ত্তৃত্ব নহে এবং আত্মাতে ক্রিয়াশক্তি নাই	১৫৮	১৮
শক্যের সহিত শক্তির সম্বন্ধ অবশ্যম্ভাবী	১৫৯	১
উপাদান কারণে সূক্ষ্মরূপে কার্য্যের অবস্থিতি	১৫৯	২২
কর্ত্তৃশক্তি থাকিলে তাহার কার্য্য পরিহার অসম্ভব	১৬১	১০
কর্ত্তৃস্বভাবের অকর্ত্তৃভাব হইতে পারে না	১৬২	৩
মুক্তি অনুষ্ঠান সাধ্য নহে	১৬২	১০
শ্রবণাদি ভ্রমাপনয়নের হেতু	১৬৩	৪
আত্মার কর্ত্তৃত্ববোধক ও অকর্ত্তৃত্ববোধক শাস্ত্রের অবিরোধ	১৬৫	২
মুক্তি ও সংসার কাহার	১৬৮	১
আত্মার কর্ত্তৃত্ব ঔপাধিক ইহা সুষুপ্তি অবস্থা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়	১৬৯	৮
স্বপ্নাবস্থাতে মনের সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকে	১৭১	২০

সপ্তম লেক্‌চর।

সৃষ্টি ও প্রলয়	১৭৩	৪
প্রলয়বিষয়ে মীমাংসক নৈয়ায়িক ও পাতঞ্জল মত	১৭৩	১৬
সংসারগতি	১৭৪	১
উত্তরমার্গ ও দক্ষিণমার্গ	১৭৪	৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
পঞ্চাগ্নি বিদ্যা	১৭৪	১২
মৃত্যুকালে জীবের অবস্থা	১৭৫	১৯
সংসারগতির কষ্টকরতা	১৭৫	২০
বৈরাগ্য	১৭৬	১
চিত্তশুদ্ধির আবশ্যকতা	১৭৬	৮
ভক্তির আবশ্যকতা	১৭৭	২
শমদমাদি	১৭৭	১০
সংন্যাসের প্রকার ভেদ	১৭৭	১৭
উপাসনার আবশ্যকতা	১৭৮	১০
নির্গুণব্রহ্মের উপাসনা	১৭৮	১৬
জ্ঞান ও উপাসনার ভেদ	১৭৮	১৯
শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও যোগ	১৭৯	৪
ষড়্‌বিধ লিঙ্গ	১৭৯	৯
যোগাঙ্গ	১৮২	১২
আত্মার বেদান্তপ্রতিপাদ্যত্ব	১৮৩	৮
আত্মা অজ্ঞেয় হইলেও আত্মজ্ঞান হইতে পারে	১৮৪	৭
শ্রবণাদির আবৃত্তি	১৮৮	২০
আত্মসাক্ষাৎকার ও তাহার কর্ত্তা	১৯০	৯
জীবাত্মার কি পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির হেতু	১৯১	৫
আশ্রমকর্ম্মের উপযোগিতা	১৯৩	১২
সমুচ্চয়বাদ ও তাহার যুক্তি	১৯৩	১৮
কেবল জ্ঞানবাদ ও তাহার যুক্তি	১৯৪	১০
গৃহস্থের আত্মসাক্ষাৎকার হইতে পারে কি না	১৯৬	১৫
মুক্তি	১৯৭	১৩
বৈশেষিক মত	১৯৮	৩
ন্যায় মত	১৯৮	৬
সাংখ্য ও পাতঞ্জল মত	২০০	২

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
জৈন মত	২০০	১৫
বৌদ্ধ মত	২০০	২২
বৌদ্ধোক্ত নির্ব্বাণ ও শঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বাণের বৈলক্ষণ্য	২০১	৩
বেদান্তমতে মুক্তি কার্য্য নহে, নিত্য	২০১	৮
ক্রমমুক্তি, জীবন্মুক্তি ও বিদেহ কৈবল্য	২০২	৩
উৎক্রান্তি	২০৩	৫
সালোক্যাদি মুক্তি	২০৩	২০

লেক্‌চরে ব্যবহৃত কতিপয় প্রয়োজনীয় শব্দের সূচী।

শব্দ	পৃষ্ঠা
অ	
অণুপরিমাণ	৫
অপবর্গ	৬
অসঙ্গ	৮
অনুভূয়মান	২২
অন্ত্য বিশেষ	২৩
অবচ্ছিন্নবাদ	২৮
অবচ্ছেদ	২৯
অভ্যুপগত, অনুগতপ্রত্যয়	৩৭
অতিব্যাপ্তি	৪০
অমূর্ত্ত	৪৫
অপেক্ষা বুদ্ধি	৫১
অনবচ্ছিন্ন	৫৭
অকৃতাভ্যাগম	৬৩
অবচ্ছেদ্য	৬৪
অধিষ্ঠান	৬৮
অন্যোন্যাধ্যাস	৬৯
অনুবৃত্ত	৭০
অনুজ্ঞা, অন্বেষ্টব্য, অন্বেষ্টা	১১০
অভ্যাস	১১৪
অপরোক্ষ	১১৮
অন্বয়	১৫৭
অগ্নিহোত্র	১৭৪
অবরোহ, অধ্যাস	১৭৫
অন্তরঙ্গ সাধন	১৭৮
অর্থবাদ	১৮০
অপরিগ্রহ	১৮২
অবগতি	১৯২
আ	
আত্মপ্রদেশ	১৪
আখ্যা	৩৭
আপ্য	৫২
আবরণ শক্তি	৬১
আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক	৭৪
আগন্তুক	১৫৪
আক্ষেপক	১৬১
আধ্যাসিক	১৬৩
আবিস্তক	১৬৪
আন্তর	১৭০

শব্দ	পৃষ্ঠা
ই	
ইষ্টসাধনতাজ্ঞান	১৩
ইতরেতরাশ্রয়	২৪
ঈ	
ঈশিতব্য, ঈশিতা	৩১
ঈশ্বর প্রণিধান	১৮২
উ	
উপাধি	৪
উপরম	৯
উপাদান কারণ	৫০
উপসর্পিত	৮৪
উদ্গমন, উপলব্ধা, উপলব্ধি	১৫০
উত্তর মার্গ	১৭৪
উপমর্দ্দক	১৯১
উৎক্রান্তি	২০৩
ঋ	
ঋত্বিক্	১৪৮
এ	
একাত্মবাদ	৩
একদেশী	৩৪

শব্দ	পৃষ্ঠা
ক	
কৃতিসাধ্যত্বজ্ঞান	১৩
কৃতবিপ্রণাশ	৬৩
কূটস্থ	৬৮
ক্রব্যাদ	১১৫
কারীরী	১১৯
কুলাল	১২৩
কারক	১৫৩
ক্রিয়াবেশ	১৫৬
ক্রমমুক্তি	২০২
গ	
গোপুর	৪২
চ	
চালনী	৭
চিদাভাস	৭১
চৈতন্যপ্রদীপ্ত	১৫৮
জ	
জ্যোতিষ্টোম	১৩৯
জাতেষ্টি	১৪৯
জীবন্মুক্তি	২০২
ত	
তুরীয়, তৈজস	৭৫

শব্দ	পৃষ্ঠা
দ	
দীক্ষিত	১৪৮
দক্ষিণমার্গ	১৭৪
দৃঢ়ভূমি	১৭৬
দ্বন্দ্ব	১৭৭
ধ	
ধর্ম্মী	১১২
ন	
নানাত্মবাদ	৫
নান্তরীয়ক	৮
নিহীন	৩২
নিরুপাধিক	৫৪
নিয়ম্য, নিয়ন্তা	১১০
নৈরাত্ম্যবাদ	১৪২
নির্ব্বাণ	২০২
প	
প্রধান, প্রকৃতি	৬
প্রত্যুত, পরিণাম	৮
প্রতিনিয়ত, প্রত্যাত্মনিয়ত	১১
পারমার্থিক	১৫
প্রাদেশিকত্ব	২২
প্রতিবিম্ববাদ	২৮
প্রত্যাখ্যাত	৩৭
প্রতিবিম্ব, প্রতিফলিত	৪২
প্রতিহত, প্রতিস্ফালিত	৪৭
প্রতিমুদ্রা	৪৯
স্পর্শন	৫৩
পরামর্শ	৫৮
পরিচ্ছিন্ন	৬১
প্রাজ্ঞ	৭৫
প্রাতিভাসিক	৭৭
প্রেক্ষাবান্	৮৩
পরিহার	১১০
প্রতিযোগী	১১২
পরোক্ষ	১১৮
পিষ্টপেষণ	১২২
পরিণাম	১২৬
প্রতিসংক্রম	১৪২
প্রযোক্তা	১৫৩
পঞ্চাগ্নিবিদ্যা	১৭৫
প্রতীকোপাসনা	১৭৭
পুর্য্যষ্টক	২০০
পরমমুক্তি	২০২

শব্দ	পৃষ্ঠা
ব	
ব্যবস্থা	১
বিশেষ	৩
বিভু	৫
বৈচিত্র্য	৯
ব্যবস্থিত	১১
বৈজাত্য	২০
বিস্ফুলিঙ্গ ব্যপদেশ	২৯
বিম্ব বীচীতরঙ্গ ন্যায়	৪২
বিপ্রকৃষ্ট	৪৫
বিষাণ	৫০
বিশেষদর্শন	৫৭
বিকল্প	৫৮
বৈয়ধিকরণ্য	৬০
বিক্ষেপশক্তি	৬১
বিক্ষেপাধ্যাস ব্যাবৃত্ত	৭০
ব্যষ্টি বিরাট	৭৪
বিশ্ব	৭৫
ব্যাসজ্যবৃত্তি	৯৬
বিনিগমনা	৯৭
ব্যাপার	১২৩
বিষয়াবচ্ছেদ	১৩৫
ব্যাপকত্ব	১৪২
ব্যতিরেক	১৫৭
বুদ্ধান্ত	১৬৯
বাসনা	১৭০
বহিরঙ্গসাধন	১৭৮
বিদেহকৈবল্য	২০২
ভ	
ভোগসাধন ভাবনাখ্যসংস্কার	৫
ভাসমান	১০
ভ্রমাশ্রয়ত্ব	৫৬
ভোগায়তন	১৩৬
ম	
মূলাবিদ্যা	৫৪
মূলা প্রকৃতি	৬১
য	
যাবদ্দ্রব্যভাবী	৫১
ল	
লিঙ্গ	৩
লব্ধপদ	১৭৬
শ	
শরীরাবচ্ছিন্ন	১৪

শব্দ	পৃষ্ঠা
শক্ত, শক্য	১৫৯
শব্দানুবিদ্ধ	১৭৮

ষ

শাস্ত্রমর্য্যাদা	১৯৫
ষাট্‌কৌশিক	১১৮

স

শব্দ	পৃষ্ঠা
সর্ব্বজনীন	২
সমবেত, সমবায়	৬
সাঙ্কর্য্য	১৫
সমানধর্ম্মাক্রান্ত	২০
স্বস্বামিভাব	২১
সর্ব্বগতত্ব	২২
সমষ্টি	৭৪
স্থাণু	৮৭
সংঘাত	৮৯
সম্যগদর্শন	১০৬
সাংবৃত	১১৬
সম্যগদর্শী	১১৭
সমানাধিকরণ, সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত	১২৭
স্বসংবেদন	১৪১
স্পন্দ	১৪৩
স্বতন্ত্র	১৫০
স্বপ্নান্ত	১৬৯
সত্ত্বশুদ্ধি	১৭৬
সমুচ্চয়বাদ	১৯৩

লেক্‌চরের উল্লিখিত গ্রন্থের নাম।

বৈশেষিকদর্শন
রত্নপ্রভা
উপনিষৎ
ব্রহ্মসূত্র
অথর্ব্ববেদ
ব্রহ্মসূক্ত
গীতা
ভূতবিবেক
শ্রুতি
স্মৃতি
ব্রহ্মবিদ্যাভরণ
বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ
বিবরণোপন্যাস
তত্ত্ববিবেক
প্রকটার্থবিবরণ
সংক্ষেপশারীরক
চিত্রদীপ
মেঘদূত
ব্রহ্মানন্দ
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
মাণ্ডুক্যোপনিষদর্থাবিষ্করণ
মাণ্ডুক্যোপনিষদর্থাবিষ্করণ-কারিকাভাষ্য
দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক
বেদান্তসার
দ্বৈতবিবেক
বিবরণ
কল্পতরু
অদ্বৈতবিদ্যা
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি
বৃহদারণ্যকভাষ্য
বার্ত্তিক
বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী
সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ
ব্রহ্মমীমাংসা
ভামতী
ন্যায়কুসুমাঞ্জলিপ্রকরণ
নরেশ্বরপরীক্ষা
পাতঞ্জলভাষ্য
নরেশ্বরপরীক্ষাপ্রকাশ
বেদান্তদর্শন
পূর্ব্বমীমাংসা
ছান্দোগ্য উপনিষৎ
জ্যোতির্ব্রাহ্মণ
শারীরকভাষ্য
পঞ্চদশী
অমৃতবিন্দু উপনিষৎ
কেনোপনিষৎ
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ
সাংখ্যদর্শন
পাতঞ্জলদর্শন
বেদ
মিতাক্ষরা
বিজ্ঞানামৃতভাষ্য
ন্যায়ভাষ্য

লেক্‌চরের উল্লিখিত গ্রন্থকর্ত্তাদের নাম।

বৈশেষিক
সাংখ্য
কণাদ
রত্নপ্রভাকার
শঙ্করাচার্য্য
গোবিন্দানন্দ
রঘুনাথশিরোমণি
বেদব্যাস
ভাষ্যকার
ভগবান্
সুরেশ্বরাচার্য্য
মীমাংসক
ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার
নৈয়ায়িক
বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার
বিবরণোপন্যাসকার
বিদ্যারণ্য মুনি
রামানন্দ সরস্বতী
তত্ত্ববিবেককার
প্রকটার্থবিবরণকার
অচ্যুতকৃষ্ণানন্দ তীর্থ
কালিদাস
গৌড়পাদাচার্য্য
কল্পতরুকার
বাদরায়ণ
অদ্বৈতবিদ্যাকার
দ্রবিড়াচার্য্য
সম্প্রদায়বেত্তা
সর্ব্বজ্ঞমুনি
রামতীর্থ যতি
সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহকার
সংক্ষেপশারীরককার
মধুসূদন সরস্বতী
স্মৃতিকার
বাচস্পতি মিশ্র
অদ্বৈতানন্দ
উদয়নাচার্য্য
শৈবাচার্য্য
বিজ্ঞান ভিক্ষু
আচার্য্য সিদ্ধগুরু
ভট্ট রামকণ্ঠ সূরি

জৈমিনি
মীমাংসক
পাতঞ্জলভাষ্যকার
বার্ত্তিককার
পূর্ব্বাচার্য্য
পঞ্চদশীকার
যাজ্ঞবল্ক্য
বিজ্ঞানেশ্বর
ন্যায়ভাষ্যকার
পতঞ্জলি
শূন্যবাদী
বিজ্ঞানবাদী
বৈষ্ণবাচার্য্য

বাবু শ্রীগোপালবসুমল্লিকের

ফেলোসিপের লেক্‌চর।

চতুর্থ বর্ষ।

প্রথম লেক্‌চর।

আত্মা।

আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত, আত্মা জড় স্বভাব নহে, আত্মার চৈতন্য আগন্তুক নহে, আত্মা নিত্য-চৈতন্য-স্বরূপ, আত্মা স্বপ্রকাশ, আত্মা এক ও অদ্বিতীয়, ইহা সংক্ষেপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আত্মা এক ও অদ্বিতীয় হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, দেহভেদে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন নহে, এক আত্মাই সমস্ত দেহে অধিষ্ঠিত। ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, দেহভেদে আত্মার ভেদ না থাকিলে—সমস্ত দেহে এক আত্মা অধিষ্ঠিত হইলে, সুখ দুঃখাদির ব্যবস্থা অর্থাৎ ব্যক্তিভেদে প্রতিনিয়ত অবস্থান হইতে পারে না। কারণ, এক আত্মা সমস্ত দেহে অধিষ্ঠিত হইলে জগতে এক জন সুখী হইলে সকলে সুখী, এক জন দুঃখী হইলে সকলে দুঃখী, এক জন জ্ঞানী হইলে সকলে জ্ঞানী, এক জন

বদ্ধ হইলে সকলে বদ্ধ, এক জন মুক্ত হইলে সকলে মুক্ত, এক জন অন্ধ হইলে সকলে অন্ধ, এক জন বধির হইলে সকলে বধির, এক জন জাত হইলে সকলে জাত এবং এক জন মৃত হইলে সকলে মৃত হইতে পারে। কারণ, সকল দেহে যখন এক আত্মা অধিষ্ঠিত, তখন এক দেহে সুখাদি অবস্থা সংঘটিত হইলে আত্মার সুখাদি হইয়াছে সন্দেহ নাই। দেহভেদে আত্মার ভেদ নাই বলিয়া এক দেহে যে আত্মার সুখাদি হইয়াছে দেহান্তরেও সেই আত্মাই রহিয়াছে সুতরাং—সমস্ত দেহেই আত্মার সুখাদি অবস্থা সংঘটিত হওয়া সঙ্গত। অর্থাৎ সমস্ত দেহেই আত্মা সুখী বা দুঃখী হওয়া উচিত। সুখাদি দেহের ধর্ম্ম নহে, উহা আত্মার ধর্ম্ম। যেখানেই হউক না কেন, আত্মাতে সুখ উৎপন্ন হইলে অর্থাৎ আত্মা সুখী হইলে ঐ সময়ে স্থানান্তরে বা দেহান্তরে আত্মা সুখী হইবে না ইহার কোন হেতু পরিলক্ষিত হয় না। অথচ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যে সময়ে এক জন সুখী সেই সময়ে অন্য জন দুঃখী হইতেছে। জগতে কেহ জ্ঞানী কেহ অজ্ঞানী, কেহ বদ্ধ কেহ মুক্ত, কেহ অন্ধ কেহ চক্ষুষ্মান্, কেহ বধির কেহ তীক্ষ্ণকর্ণ, এবং কেহ জাত কেহ মৃত হইতেছে। সুখাদির উক্তরূপ ব্যবস্থা যখন সর্ব্বজনীন, তখন আত্মা এক ও অদ্বিতীয় এই বেদান্তসিদ্ধান্ত একান্ত অসঙ্গত। এইরূপ বিবেচনা করিয়া, বৈশেষিক ও সাংখ্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ আত্মার নানাত্ব অর্থাৎ দেহভেদে আত্মার ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। এ বিষয়ে বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা কণাদের তিনটী সূত্র আছে, তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। কাণাদের প্রথম সূত্রটী এই—

सुखदुःखज्ञाननिष्पत्त्यविशेषादैकात्म्यम् ।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান-দ্বারা তদাশ্রয়রূপে আত্মা অনুমিত হয়। সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ বা অনুমাপক হেতু। নির্ব্বিশেষে সমস্ত দেহে সুখ দুঃখ ও জ্ঞানের নিষ্পত্তি হইতেছে। এই জন্য স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আত্মার অনুমাপক লিঙ্গের কোনরূপ বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য নাই। অতএব আত্মা একমাত্র। দেহভেদে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন নহে। আকাশের একত্ব সমর্থন করিবার সময় কণাদ বলিয়াছেন যে,—

शब्दलिङ्गाविशेषाद्विशेषलिङ्गाभावाच्च ।

অর্থাৎ শব্দ আকাশের লিঙ্গ বা অনুমাপক হেতু। শব্দ দ্বারা শব্দের আশ্রয়রূপে আকাশ অনুমিত হয়। আকাশলিঙ্গশব্দের কোন বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য নাই, এবং এমন কোন বিশেষ অনুমাপক হেতু নাই, যদ্দারা আকাশের নানাত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। অতএব আকাশ এক। প্রকৃতস্থলে সুখ, দুঃখ ও জ্ঞাননিষ্পত্তি আত্মার লিঙ্গ। ঐ লিঙ্গের কোন বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য নাই, এবং এমন কোন বিশেষ লিঙ্গও নাই, যদ্দারা আত্মার নানাত্ব অনুমিত হইতে পারে। অতএব আত্মা এক। কণাদ উক্ত সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপক্ষরূপে একাত্মবাদের অবতারণা করিয়াছেন। এ বিষয়ে কণাদের সিদ্ধান্ত এই যে, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান-নিষ্পত্তিরূপ আত্মার অনুমাপক হেতুর কোন বিশেষ নাই ইহা সত্য, কিন্তু বিশেষ লিঙ্গ নাই ইহা বলা যাইতে পারে না। এমন বিশেষ লিঙ্গ আছে, যদ্দারা আত্মার নানাত্ব বা দেহভেদে আত্মভেদ অনুমিত হইতে পারে।

সেই বিশেষ লিঙ্গ আর কিছুই নহে। পূর্ব্বোক্ত সুখ দুঃখাদির ব্যবস্থা। কণাদের দ্বিতীয় সূত্রটী এই,—

ব্যবস্থাতো নানা।

অর্থাৎ সুখ দুঃখাদির ব্যবস্থা আছে এই জন্য আত্মা নানা অর্থাৎ দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন। কণাদের তৃতীয় সূত্র—

শাস্ত্রসামর্থ্যাচ্চ।

অর্থাৎ শাস্ত্র প্রমাণেও আত্মার নানাত্ব প্রতিপন্ন হয়। টীকাকারেরা কণাদ-সূত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইল। সাংখ্যাচার্য্যদিগের মত স্থানান্তরে বিবৃত হইয়াছে বলিয়া এখানে বিশেষরূপে উল্লিখিত হইল না। টীকাকারেরা কণাদ-সূত্রের যেরূপ তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, ঐ তাৎপর্য্য প্রকৃতপক্ষে কণাদের অভিপ্রেত কি না, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কণাদ-সূত্রগুলির মোটামুটি অর্থ এইরূপ হইতে পারে—সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান-নিষ্পত্তির বিশেষ নাই বলিয়া আত্মা এক। সুখ দুঃখাদির ব্যবস্থা আছে বলিয়া আত্মা নানা। শাস্ত্রপ্রমাণ অনুসারেও ইহা বুঝিতে হইবে। এতদ্দ্বারা এরূপও বলা যাইতে পারে যে আত্মা বস্তুগত্যা এক। সুখাদির ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া আকাশের ন্যায় উপাধিভেদে আত্মা নানা। শাস্ত্রেও প্রকৃতপক্ষে আত্মার একত্ব এবং উপাধিভেদে আত্মার নানাত্ব সমর্থিত হইয়াছে। আত্মা বস্তুগত্যা এক এবং উপাধিভেদে ভিন্ন, এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ স্থানান্তরে প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া এখানে তাহা উদ্ধৃত করা হইল না। আত্মা এক এবং উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন ইহা বেদান্তশাস্ত্রে স্পষ্ট ভাষায় কথিত

হইয়াছে। কণাদ-সূত্রের তাৎপর্য্য উক্তরূপ হইলে বেদান্ত মতের সহিত বৈশেষিক মতের বিশেষ পার্থক্য হয় না। সে যাহা হউক, যদি টীকাকারদিগের বর্ণিত তাৎপর্য্যই কণাদের অভিপ্রেত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তথাপি ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে সুখাদি লিঙ্গের বিশেষ নাই বলিয়া আত্মা এক, ইহা কণাদেরও সঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু একাত্মবাদে সুখ দুঃখাদির ব্যবস্থা হইতে পারে না বলিয়া কণাদ, নানাত্মবাদ অর্থাৎ আত্মার নানাত্ব অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেখা যাইতেছে যে সুখ দুঃখাদির ব্যবস্থার উপপত্তি করিবার জন্যই আত্মার নানাত্ব স্বীকার করা হইয়াছে।

কিন্তু নানাত্মবাদীরা সুখ দুঃখাদির ব্যবস্থার কিরূপ উপপত্তি করিতে পারিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা অসঙ্গত হইবে না। ঐ আলোচনা করিতে হইলে নানাত্মবাদীদিগের দুই একটী সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া আবশ্যক। সঙ্ক্ষেপে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। নানাত্মবাদে সমস্ত আত্মাই বিভু বা সর্ব্বগত। তন্মধ্যে বৈশেষিক ও সাংখ্য আচার্য্যদিগের মতভেদ আছে। বৈশেষিক আচার্য্যদিগের মতে আত্মা বিভু হইলেও আত্মা ঘটকুড্যাদির ন্যায় দ্রব্যপদার্থ এবং ঘটকুড্যাদির ন্যায় অচেতন-স্বভাব। অর্থাৎ আত্মার স্বাভাবিক চৈতন্য নাই। অণুপরিমাণ অর্থাৎ সূক্ষ্ম-পরিমাণ মন আত্মার উপকরণ বা ভোগসাধন। মনও আত্মার ন্যায় দ্রব্যপদার্থ। আত্মনামক দ্রব্যের সহিত মনোনামক দ্রব্যের সংযোগ হইলে বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ভাবনাখ্য

সংস্কার, এই নয়টী বিশেষ গুণ আত্মদ্রব্যে সমুৎপন্ন হয়। যে আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলে যে বিশেষ গুণের উৎপত্তি হয়, ঐ বিশেষ গুণ ঐ আত্মাতেই সমবেত হয় আত্মান্তরে সমবেত হয় না। আত্মাতে বিশেষ গুণের সমবায় বা সমুৎপত্তিই সংসার। আত্মাতে বিশেষ গুণের অত্যন্ত অনুৎপত্তিই মোক্ষ।

সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতেও সমস্ত আত্মা বিভু বা সর্ব্বগত। এ অংশে বৈশেষিক ও সাংখ্য আচার্য্যদিগের মতভেদ নাই। পরন্তু বৈশেষিক আচার্য্যদিগের মতে আত্মা স্বতঃ অচেতন এবং বুদ্ধ্যাদি বিশেষগুণের আশ্রয়। সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে সমস্ত আত্মাই চৈতন্যমাত্র-স্বরূপ, নির্গুণ ও নিরতিশয়। প্রধান বা প্রকৃতি সর্ব্বাত্ম-সাধারণ। প্রধানের প্রবৃত্তি পুরুষার্থ বা আত্মার্থ। সুতরাং আত্মার ভোগ ও অপবর্গ বা মুক্তি প্রধান দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

সুধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, বেদান্তমতে একমাত্র আত্মা সর্ব্বশরীরগত। আত্মভেদবাদীদিগের মতে অসংখ্য আত্মা সর্ব্বশরীরগত। তাঁহাদের মতে জগতে যত আত্মা আছে, প্রত্যেক শরীরে সেই সমস্ত আত্মা অবস্থিত। আমার শরীরে যেমন আমি আছি, সেইরূপ আপনারা সকলেই আমার শরীরে আছেন। কেবল তাহাই নহে, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যত প্রাণী আছে, তৎসমস্তই আমার শরীরে আছে, এইরূপে জগতের প্রত্যেক শরীরে অসংখ্য আত্মা আছে। কেন না, সকল আত্মাই বিভু বা সর্ব্বগত। আত্মা নাই এমন স্থান অসম্ভব। সকল আত্মাই যখন সর্ব্বগত, তখন প্রত্যেক শরীরে অসংখ্য

আত্মা আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। বেদান্তমতে আত্মা একমাত্র। এই জন্য বেদান্তমতে সুখ দুঃখাদির ব্যবস্থা হইতে পারে না, বলিয়া বৈশেষিক প্রভৃতি আচার্য্যগণ দেহভেদে আত্মভেদ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা অসংখ্য আত্মা এবং তাহাদের অর্থাৎ অসংখ্য আত্মার সর্ব্বগতত্ব সুতরাং সর্ব্বশরীরে অবস্থিতি স্বীকার করিয়া সুখ দুঃখাদির ব্যবস্থা কিরূপ উপপন্ন করিতে পারিয়াছেন, সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন। বেদান্তমতে এক আত্মা সর্ব্বদেহে অবস্থিত, বৈশেষিক প্রভৃতি আচার্য্যগণের মতে প্রত্যেক দেহে অসংখ্য আত্মা অবস্থিত। সূচীর এক ছিদ্র, চালনীর শত ছিদ্র। চালনী সূচীকে নিন্দা করেন ইহা কৌতুকাবহ বটে! শকুন্তলা দুষ্মন্তকে যথার্থ বলিয়াছিলেন যে,—

রাজন্, সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যসি।
আত্মনোবিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যসি।

মহারাজ, তুমি পরের সর্ষপমাত্র ছিদ্র অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র দোষ দেখিতে পাও, নিজের বিল্বমাত্র ছিদ্র অর্থাৎ বৃহৎ দোষসকল দেখিয়াও দেখ না। একাত্মা সর্ব্বদেহে অধিষ্ঠিত হইলে সুখ দুঃখাদির ব্যবস্থা হইতে পারে না বলিয়া যাঁহারা বেদান্তমতের অনৌচিত্য প্রদর্শন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহারা অনন্ত আত্মার সর্ব্বদেহে অধিষ্ঠান স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

সে যাহা হউক। একাত্মবাদে এক আত্মা সর্ব্বদেহে অধিষ্ঠিত বলিয়া যদি সুখ দুঃখাদির অব্যবস্থা হয়, তবে নানাত্মবাদে অনন্ত আত্মা সর্ব্বদেহে অধিষ্ঠিত বলিয়া সুখ দুঃখাদির অব্যবস্থা

কেন হইবে না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। প্রত্যুত সমস্ত আত্মাই যখন সমস্ত দেহে অবস্থিত বা সন্নিহিত, তখন সন্নিধানাদির বিশেষ নাই বলিয়া এক আত্মার সুখ দুঃখ সংবন্ধ হইলে সমস্ত আত্মার সুখ দুঃখ সংবন্ধ হইতে পারে ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। বৈশেষিকমতে একটী আত্মার সহিত যখন মনের সংযোগ হয়, তখন অপরাপর আত্মার সহিতও মনের সংযোগ নান্তরীয়ক বা অপরিহার্য্য। কেন না, সমস্ত আত্মার সন্নিধানাদির কোন বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য নাই। হেতুর বিশেষ নাই বলিয়া ফলগত বিশেষও হইতে পারে না। অর্থাৎ আত্মার সহিত মনের সন্নিধানাদিগত কোন বিশেষ নাই বলিয়া একটী আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলে নির্ব্বিশেষে সমস্ত আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইবে। সমস্ত আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলে মনঃসংযোগ-জন্য সুখাদির অনুভবও নির্ব্বিশেষে সমস্ত আত্মার হইতে পারে।

সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতেও পূর্ব্বোক্ত দোষ বিদ্যমান। তাঁহাদের মতে সমস্ত আত্মা চৈতন্যস্বরূপ এবং নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র সন্নিহিত। সুখ দুঃখাদি প্রকৃতির পরিণাম-বিশেষ, প্রকৃতি সর্ব্বপুরুষ-সাধারণ। অতএব যে দেশে প্রকৃতির সুখ দুঃখাদিরূপ পরিণাম হয়, সমস্ত আত্মা সে দেশে সন্নিহিত বলিয়া এক আত্মার সুখ দুঃখ সম্বন্ধ হইলে সমস্ত আত্মার সুখ দুঃখ সম্বন্ধ হইতে পারে। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে, পুরুষ বা আত্মা অসঙ্গ ও নির্লিপ্ত। প্রধান বা প্রকৃতি পরিণামস্বভাব। প্রধানের পরিণাম দ্বারাই পুরুষের সংসার ও মোক্ষ সম্পন্ন হয়। কিন্তু কি জন্য প্রধানের প্রবৃত্তি বা পরিণাম হয় তাহা বিবেচনা

করা উচিত। নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশার্থ প্রধানের প্রবৃত্তি হইলে প্রধানের মাহাত্ম্যের অন্ত নাই বলিয়া প্রধানের প্রবৃত্তির উপরম হইতে পারে না, সুতরাং অনির্মোক্ষ প্রসঙ্গ হয়। অর্থাৎ স্বমাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য প্রধানের প্রবৃত্তি হইলে চির-কাল প্রধানের প্রবৃত্তি অব্যাহত থাকিবে। প্রধানের প্রবৃত্তি অব্যাহত থাকিলে সুখ দুঃখাদির নিবৃত্তি হওয়া অসম্ভব। কেন না, সুখ দুঃখাদি—প্রধানের পরিণামবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুখ দুঃখাদির নিবৃত্তি না হইলে মুক্তি হইতে পারে না। কেন না, সাংখ্যমতে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি। অতএব বলিতে হইতেছে যে,স্বমাহাত্ম্য খ্যাপনের জন্য প্রধানের প্রবৃত্তি নহে। পুরুষার্থ সম্পাদনের জন্যই প্রধানের প্রবৃত্তি। পুরুষার্থ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, ভোগ ও মুক্তি। যে পুরুষের ভোগ পূর্ণ হয় নাই, অর্থাৎ পরিসমাপ্ত হয় নাই, সেই পুরুষের প্রতি, প্রধান সুখাদিরূপে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে যে পুরু-ষের ভোগ পূর্ণ বা পরিসমাপ্ত হইয়াছে, সে পুরুষের প্রতি প্রধান বা প্রকৃতি সুখাদিরূপে পরিণত হয় না। সুতরাং নির্ব্বিশেষে সমস্ত জীবের সন্নিধি থাকিলেও উক্তরূপে প্রকৃতির প্রবৃত্তিগত বৈচিত্র্য আছে বলিয়া সুখ দুঃখাদির এবং বন্ধ মুক্তির ব্যবস্থা হইবার কোন বাধা নাই। প্রধানের প্রবৃত্তি-বৈচিত্র্য স্বীকার না করিলে, প্রধান প্রবৃত্তির উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পুরুষের ভোগ ও মুক্তি প্রধান-প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য। যেরূপে ঐ অভিলষিত সিদ্ধ হইতে পারে, তদ্রূপ কল্পনাই আদরণীয়।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সুখ দুঃখাদির ব্যবস্থা

না হইলে উদেশ্য সিদ্ধ হয় না বলিয়া সুখ দুঃখাদির ব্যবস্থা হইবে, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত কথা। কারণ, কোনরূপ উপপত্তি বা যুক্তি অনুসারে ব্যবস্থা সঙ্গত হইতে পারে। যুক্তি বা উপপত্তি না থাকিলে কেবল উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য ব্যবস্থা হইবে একথা বলা অসঙ্গত। ব্যবস্থার হেতু নাই বলিয়া অব্যবস্থার আপত্তি উঠিয়াছে। ব্যবস্থাসিদ্ধির হেতু নির্দ্দিষ্ট না হইলে ঐ আপত্তির খণ্ডন হইতে পারে না। বলিতে পারা যায় যে, না হউক্ উদ্দেশ্য সিদ্ধি। কিন্তু ব্যবস্থার হেতু নাই বলিয়া অব্যবস্থার যে আপত্তি উত্থিত হইয়াছে, তাহা তদ্দ্বারা কিরূপে নিরাকৃত হইবে? ফলতঃ হেতু না থাকিলে কেবল প্রয়োজনবশতঃ ব্যবস্থা স্বীকার করা যাইতে পারে না। প্রধান অচেতন পদার্থ। তাহার প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য থাকাও সমীচীন কল্পনা নহে। ইহা আমার উদ্দেশ্য, ইহা আমার উদ্দেশ্য নহে, জড়পদার্থের এতাদৃশ বিবেচনা হইতেই পারে না।

আর এক কথা। প্রধানের প্রবৃত্তি-বৈচিত্র্য অনুসারে সুখাদি ব্যবস্থার কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রধানের প্রবৃত্তিবৈচিত্র্য কি? তৎপ্রতিও মনোযোগ করা উচিত। সুখ দুঃখাদিরূপ বিশেষ বিশেষ পরিণাম প্রধানের প্রবৃত্তিবৈচিত্র্য। তদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপ বৈচিত্র্য যুক্তিদ্বারা নির্ণীত হইতে পারে না। প্রধান সর্ব্বপুরুষসাধারণ, তাহার সুখাদি পরিণামও অবশ্য সর্ব্বপুরুষসাধারণ হইবে। যে প্রদেশে ঐরূপ পরিণাম হয়, ঐ প্রদেশে সমস্ত আত্মা সন্নিহিত রহিয়াছে এবং সমস্ত আত্মা স্বপ্রকাশ। অথচ ঐ সুখাদি কোন আত্মার সম্বন্ধে ভাসমান

হইবে,কোন আত্মার সম্বন্ধে ভাসমান হইবে না, এইরূপ নির্ম্মূল ব্যবস্থা কিরূপে অঙ্গীকৃত হইতে পারে? অতএব কোন পুরুষের সংবন্ধে প্রকৃতি সুখাদিরূপে পরিণত হয়, কোন পুরুষের সংবন্ধে হয় না, সাংখ্যাচার্য্যদিগের এই কল্পনা একান্ত অসঙ্গত। প্রকৃতি যখন সর্ব্বপুরুষসাধারণ, তখন তাহার পরিণাম পুরুষবিশেষ-নিয়মিত হইবার কোন হেতু নাই।

আত্ম-ভেদবাদীরা বলেন যে, সমস্ত আত্মা সর্ব্বগত হইলেও বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম-জন্য শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট বা পুণ্য পাপ প্রত্যেক আত্মাতে ব্যবস্থিত অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। সুতরাং অদৃষ্টই প্রতিনিয়ত ভোগের নিয়ামক হইবে। অর্থাৎ মনঃসংযোগ সমস্ত আত্মার সাধারণ হইলেও অদৃষ্ট প্রত্যেক আত্মার অসাধারণ বলিয়া অদৃষ্টই সুখ দুঃখাদি ব্যবস্থার হেতু হইবে। অদৃষ্ট যখন প্রত্যাত্ম-নিয়ত, তখন অনায়াসে বলিতে পারা যায় যে, যে আত্মার অদৃষ্টবশতঃ যে মনঃসংযোগ সমুৎপন্ন হয়, ঐ মনঃসংযোগ-জন্য সুখ দুঃখ সেই আত্মার ভোগ্য হইবে। মনঃসংযোগ সর্ব্বাত্ম-সাধারণ হইলেও তজ্জনিত সুখ দুঃখ সমস্ত আত্মার ভোগ্য হইবে না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অদৃষ্ট প্রত্যেক আত্মার অসাধারণ ধর্ম্ম, ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারিলে অদৃষ্ট দ্বারা সুখদুঃখাদির ব্যবস্থা বৈশেষিক আচার্য্যগণ কথঞ্চিৎ সমর্থন করিতে পারেন। কিন্তু অদৃষ্ট প্রত্যেক আত্মার অসাধারণ ধর্ম্ম, অর্থাৎ অদৃষ্ট সর্ব্বাত্মসাধারণ নহে, ইহা প্রতিপন্ন হইবার কোন হেতু দেখা যায় না। কেন না, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান

করিলে শুভাদৃষ্ট এবং অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অশুভাদৃষ্ট সমুৎপন্ন হয়। কর্ম্মের অনুষ্ঠান আত্ম-মনঃ-সংযোগ-সম্পাদ্য। আত্মমনঃসংযোগ সর্ব্বাত্মসাধারণ। এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে সর্ব্বাত্মসাধারণ আত্মমনঃসংযোগ দ্বারা যে কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, তাহা সর্ব্বাত্ম-কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়, ইহা অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে। কেন না, ঐ কর্ম্ম সর্ব্বাত্মসাধারণ আত্মমনঃসংযোগ-সম্পাদ্য এবং সমস্ত আত্মা সর্ব্বগত বলিয়া সর্ব্বাত্ম সন্নিধানে সমুৎপন্ন। এই জন্য বলিতে হয় যে এক জন পুণ্য বা পাপ আচরণ করিলে তাহা সমস্ত আত্মা কর্ত্তৃক আচরিত হয়। সুতরাং তদ্রূপ অদৃষ্ট সর্ব্বাত্মসাধারণ হওয়াই উচিত।

সুধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে অদৃষ্ট প্রত্যেক আত্মার অসাধারণ ধর্ম্ম হইলে তদ্দ্বারা সুখদুঃখাদির ব্যবস্থা হইতে পারে বটে, কিন্তু অদৃষ্টের কারণ আত্মমনঃ সংযোগ—প্রত্যেক আত্মাতে ব্যবস্থিত হইবার হেতু নাই বলিয়া অদৃষ্ট প্রত্যেক আত্মাতে ব্যবস্থিত হইতে পারে না। উহা সর্ব্বাত্মসাধারণ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ অদৃষ্ট যখন সাধারণ আত্মমনঃসংযোগ-জন্য বা সর্ব্বাত্মসাধারণ-মনঃসংযোগ-জন্য, তখন এই আত্মার এই অদৃষ্ট এইরূপে অদৃষ্ট নিয়মিত হইবার কোন হেতু নাই। সুতরাং অদৃষ্ট দ্বারাও প্রতিনিয়ত ভোগের উপপত্তি বা সমর্থন করা যাইতে পারে না।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, অভিসন্ধ্যাদি দ্বারা অদৃষ্টের ব্যবস্থা এবং অদৃষ্ট দ্বারা ভোগের ব্যবস্থা হইবে অর্থাৎ আমি এই কর্ম্ম দ্বারা এই ফল লাভ

করিব, এইরূপ অভিসন্ধিপূর্ব্বক লোকে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। অতএব বলা যাইতে পারে যে, যে আত্মার অভিসন্ধি অনুসারে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, সেই আত্মাতেই তৎকর্ম্ম-জন্য অদৃষ্টের উৎপত্তি হইবে। উক্তরূপে অদৃষ্ট প্রত্যাত্মনিয়ত হইলে অদৃষ্টানুসারে ভোগও প্রত্যাত্মনিয়ত হইতে পারে। এই আশঙ্কার সমাধান স্থলে বক্তব্য এই যে, উক্ত প্রকার অভিসন্ধিও আত্মমনঃসংযোগ-জন্য। আত্ম-মনঃসংযোগ সর্ব্বাত্মসাধারণ ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আত্মমনঃ-সংযোগ সর্ব্বাত্মসাধারণ হইলে তজ্জন্য অভিসন্ধিও সর্ব্বাত্ম-সাধারণ হইবে। সুতরাং এই অভিসন্ধি এই আত্মার, অপর-আত্মার নহে, এইরূপ বলিবার উপায় নাই। অতএব অভিসন্ধি দ্বারাও ব্যবস্থা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান, কৃতিসাধ্যত্ব-জ্ঞান প্রভৃতিও কর্ম্মাচরণের হেতু বটে। পরন্তু তাহারাও ব্যবস্থার হেতু হইতে পারে না। কেন না, পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে তৎসমস্তই সর্ব্বাত্মসাধারণ হইবে। সাংখ্যমতে অদৃষ্টাদি আত্মারধর্ম্ম নহে বুদ্ধির ধর্ম্ম,ভোগ কিন্তু আত্মার ধর্ম্ম। সুতরাং বুদ্ধিগত অদৃষ্টাদি আত্মগত ভোগের নিয়ামক হইবে, এ কল্পনা সমীচীন বলা যাইতে পারে না।

বৈশেষিক আচার্য্যেরা বলেন যে, সমস্ত আত্মা বিভু বা সর্ব্বগত হইলেও মন অণুপরিমাণ। অণুপরিমাণ মন শরীরেই প্রতিষ্ঠিত, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন মন অবস্থিত। শরীরস্থ মনের সহিত আত্মার সংযোগ শরীরের বহির্দ্দেশা-বচ্ছেদে হওয়া একান্ত অসম্ভব। এ জন্য বলিতে হইতেছে

যে, আত্মা বিভু হইলেও শরীরস্থ মনের সহিত আত্মার সংযোগ শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশেই সমুৎপন্ন হইবে। যদি তাহাই হইল, তবে আত্মপ্রদেশ দ্বারাই অভিসন্ধ্যাদির, অদৃষ্টের এবং সুখাদি ভোগের ব্যবস্থা অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সমস্ত আত্মাই বিভু বা সর্ব্বগত সুতরাং সমস্ত আত্মাই সর্ব্বশরীরে অন্তর্ভূত হইতেছে বলিয়া আত্মপ্রদেশদ্বারাও অভিসন্ধ্যাদির এবং ভোগের ব্যবস্থা সমর্থন করিতে পারা যায় না। কেন না, সমস্ত আত্মার প্রদেশ সমস্ত শরীরে অবস্থিত বলিয়া সমস্ত প্রদেশের সহিত মনের সংযোগ হইবে সন্দেহ নাই। সুতরাং আত্মপ্রদেশের দ্বারাও অভিসন্ধ্যাদির, অদৃষ্টের এবং সুখাদি ভোগের ব্যবস্থা হইতে পারিতেছে না।

বৈশেষিক আচার্য্যগণ আত্মপ্রদেশের ভেদ স্বীকার করিয়া ব্যবস্থা সমর্থন করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। পরন্তু আত্ম-প্রদেশ বলিতে কি বুঝিতে হইবে, তাহা বিবেচনা করা উচিত। মনঃসংযুক্ত আত্মাকেই যদি আত্মপ্রদেশ বলা হয়, তবে সমস্ত আত্মা সর্ব্বগত বলিয়া সর্ব্বশরীরে সমস্ত আত্মার সমাবেশ অপরিহার্য্য। সুতরাং শরীরাবস্থিত মনের সংযোগ সমস্ত আত্মার সহিত সঙ্ঘটিত হইবে। অতএব তদ্দ্বারা ব্যবস্থা সমর্থন করা অসম্ভব। যদি বলা হয় যে সমস্ত আত্মা সর্ব্বশরীরগত হইলেও প্রত্যেক আত্মার বিশেষ বিশেষ প্রদেশ কল্পনা করা যাইতে পারে—কল্পনা করা যাইতে পারে যে আত্মা সর্ব্বশরীরগত হইলেও ঐ বিশেষ বিশেষ আত্মপ্রদেশ বিশেষ বিশেষ শরীরগত হইবে। উহা সর্ব্বশরীরগত হইবে

না। সুতরাং আত্মদ্বারা না হউক, আত্মপ্রদেশদ্বারা সুখ দুঃখাদির ব্যবস্থা হইবার কোন বাধা হইতে পারে না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাঁহাদের মতে সমস্ত শরীরে সমস্ত আত্মার সান্নিধ্য তুল্যরূপে বর্ত্তমান। এ অবস্থায় কোন আত্মার প্রদেশ কোন বিশেষ শরীরেই থাকিবে, অপরাপর শরীরে থাকিবে না, ঈদৃশ কল্পনার কোন হেতু নাই। অধিকন্তু আত্মা নিষ্প্রদেশ অর্থাৎ নিরবয়ব বস্তুগত্যা আত্মার প্রদেশ বা অবয়ব নাই। উহা কাল্পনিক ভিন্ন বাস্তবিক বলা যাইতে পারে না। যাহা কাল্পনিক, তাহা পারমার্থিক কার্য্যের নিয়ামক হইতে পারে না। কাল্পনিক বিষয়ের অস্তিত্ব নাই। যাহার অস্তিত্ব নাই, সে কিরূপে ব্যবস্থার সাধক হইবে? ভোগের প্রদেশবিশেষ স্বীকার করিলেও এক প্রদেশে দুই আত্মার সমানরূপে সুখ দুঃখ ভোগ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া তদ্দারাও ভোগ-সাংকর্য্যের পরিহার করা যাইতে পারে না। কেন না, দুই আত্মার অদৃষ্ট সমান-প্রদেশ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবদত্ত যে প্রদেশে সুখ বা দুঃখ অনুভব করিয়াছে, দেবদত্ত শরীর সেই প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তর গত হইলে এবং যজ্ঞদত্তের শরীর পূর্ব্বোক্ত প্রদেশে সমাগত হইলে যজ্ঞদত্তও দেবদত্তের ন্যায় সুখ বা দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। দেবদত্তের এবং যজ্ঞদত্তের অদৃষ্ট সমান-প্রদেশ না হইলে তাহাদের উভয়ের তুল্যরূপে সুখ দুঃখ ভোগ হইতে পারে না। অতএব দেবদত্তের এবং যজ্ঞদত্তের অদৃষ্ট সমান-প্রদেশ, ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে।

অদৃষ্ট, প্রত্যক্ষ-পরিদৃষ্ট পদার্থ নহে। ভোগরূপ কার্য্য দর্শনে তৎকারণরূপে অদৃষ্টের অনুমান করিতে হয়। সমান প্রদেশে উভয়ের ভোগ দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া উভয়ের অদৃষ্টও সমান-প্রদেশ, এরূপ অনুমান করিবার কারণ রহিয়াছে। দেবদত্তের আত্মা এবং যজ্ঞদত্তের আত্মা সর্ব্বগত, উভয়ের ভোগও সমান এবং সমান প্রদেশে সমুৎপন্ন। সুতরাং উক্ত স্থলে একটী শরীর দ্বারা উভয়ের ভোগ হইতে পারে।

যদি বলা হয় যে আত্মা সকল ভিন্ন ভিন্ন অতএব আত্মভেদে আত্মপ্রদেশও ভিন্ন ভিন্ন হইবে সুতরাং ভোগ সাংকর্য্যের আপত্তি সঙ্গত নহে। তাহা হইলে বক্তব্য এই যে আত্মপ্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন ইহা স্বীকার করিলেও ভিন্ন ভিন্ন আত্মপ্রদেশ এক শরীরে অন্তর্ভূত হয় বলিয়া উক্ত স্থলে ভোগসাংকর্য্যের পরিহার করা যাইতে পারে না। কল্পিতপ্রদেশ পারমার্থিক ভোগের নিয়ামক হইতে পারে না ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আত্মার প্রদেশ কল্পিত নহে, আত্মার প্রদেশ পারমার্থিক অর্থাৎ যথার্থ, ইহা স্বীকার করিলে আত্মা সাবয়ব পদার্থ, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কেন না, প্রদেশ আর কিছুই নহে, উহা অবয়বের নামান্তর মাত্র।* আত্মা কিন্তু সাবয়ব নহে—আত্মা নিরবয়ব ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। এবং তাহা বৈশেষিক আচার্য্যদিগেরও অনুমত। সুতরাং আত্মার প্রদেশ-ভেদ স্বীকার করা এবং তদ্দ্বারা ভোগ ব্যবস্থা সমর্থন করিতে যাওয়া সঙ্গত বলা যাইতে পারে না।

যে আত্মার যে শরীর, সেই শরীরে সেই আত্মারই ভোগ হইবে অন্য আত্মার ভোগ হইবে না। অতএব শরীর বিশেষ,

তৎশরীরস্বামী-আত্মার প্রদেশরূপে অঙ্গীকৃত হইলে ভোগ ব্যবস্থা সমর্থিত হইতে পারে, বৈশেষিক আচার্য্যদিগের এতাদৃশ কল্পনা করিবারও উপায় নাই। কারণ, শরীর সমস্ত আত্মার সন্নিধিতে সমুৎপন্ন। এ অবস্থায় এই শরীর এই আত্মার অন্য আত্মার নহে, অর্থাৎ এই আত্মাই এই শরীরের স্বামী অপরাপর আত্মা এই শরীরের স্বামী নহে, তাহারা অপরাপর শরীরের স্বামী, এই-রূপ নিয়ম হইবার কোন হেতু নাই। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ আত্মা বিশেষ বিশেষ শরীরের স্বামী হইবে সুতরাং বিশেষ বিশেষ শরীরে বিশেষ বিশেষ আত্মার ভোগ হইবে। সমস্ত শরীরে সমস্ত আত্মার ভোগ হইবে না। এতাদৃশ নিয়ম কোন প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিতে পারা যায় না। অধিকন্তু শরীর ভোগ নিয়ামক হইলে শরীরান্তর সম্পাদ্য স্বর্গ নরক ভোগ হইতে পারে না। কেন না, ব্রাহ্মণাদি শরীর দ্বারা যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, সেই কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট ব্রাহ্মণাদি শরীরপ্রদেশে সমুৎপন্ন হইবে। স্বর্গাদির উপভোগ কিন্তু ব্রাহ্মণাদি শরীরপ্রদেশে হয় না। প্রদেশান্তরে শরীরান্তর দ্বারা স্বর্গাদির উপভোগ সম্পন্ন হইয়া থাকে। কথাটা একটু পরিষ্কারভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। আত্মা সর্ব্বগত ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সর্ব্বগত আত্মা ইহলোকে এবং লোকান্তরে সমস্ত প্রদেশে তুল্যরূপে বিদ্যমান থাকিবে। আত্মা সর্ব্বগত বলিয়া তাহার প্রদেশা-ন্তরে গমন, বা প্রদেশান্তর হইতে এতৎপ্রদেশে আগমন হইতে পারে না। কেন না, বিভু বা সর্ব্বগত পদার্থের গতি বা আগতি কিছুই হইতে পারে না। মৃত্যুর পরেও ইহলোকস্থ আত্মপ্রদেশ লোকান্তরে যায় না। পরন্তু লোকান্তরস্থ আত্মপ্রদেশে অদৃষ্ট-